بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ০৭ নভেম্বর, ২০২৫ মোতাবেক ০৭ নবুয়্যত, ১৪০৪ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (সূরা বাকারা: ২৬২)

এই আয়াতের অনুবাদ হলো: যারা আল্লাহ্‌র পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের এই কাজের উদাহরণ সেই শস্যদানার মতো যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রতিটি শীষে একশত দানা থাকে। আর আল্লাহ্ যার জন্য চান তাকে এর চেয়ে আরো বৃদ্ধি করে দান করেন। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যদাতা ও মহাজ্ঞানী।

পহেলা নভেম্বর থেকে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে জামা'তের তাহরীকে জাদীদের নতুন আর্থিক বছর শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে নতুন বছরের তাহরীকে জাদীদের ঘোষণাও দেওয়া হয় এবং বিগত বছরের আর্থিক কুরবানীর কথাও উল্লেখ করা হয় যা জামা'তসমূহের পক্ষ থেকে করা হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে আর্থিক ত্যাগের গুরুত্ব সম্পর্কেও কিছু বর্ণনা করা হয়। আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করার পূর্বে আমি তাহরীকে জাদীদের সংক্ষিপ্ত পটভূমি বর্ণনা করছি।

তাহরীকে জাদীদের সূচনা ১৯৩৪ সালে হয়েছিল। কিছু নতুন আগমনকারী আছে, কিছু যুবক আছে; এমন তরুণদের হয়ত জানা নেই, এজন্য বর্ণনা করছি; তাহরীকে জাদীদের সূচনা ১৯৩৪ সালে হয়েছিল যা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ঘোষণা করেছিলেন। এর কারণ ছিল, সেই সময় জামা'তের বিরুদ্ধে আহরারীরা একটি নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিল এবং বড়ো হৈচৈ সৃষ্টি করেছিল। বিরোধিতার একটি ঝড় সৃষ্টি হয়েছিল আর তাদের স্লোগান ছিল, আমরা আহমদীয়াতকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে দেবো, কাদিয়ানের নামচিহ্নও অবশিষ্ট থাকবে না, এটিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেবো। একইভাবে বেহেশতী মাকবেরা, যেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাজার রয়েছে, সেটি অবমাননার কর্মসূচিও ছিল। এটা তো তাদের জন্য সাধারণ বিষয়। সেই সময়ও যেভাবে নিরাপত্তা দেওয়া উচিত ছিল, সরকার জামা'তকে নিরাপত্তা দিচ্ছিল না; বরং এটা বলা উচিত হবে যে, বিরোধীদের সমর্থন দিচ্ছিল। এমন সময়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) জামা'তকে এই আহ্বান জানান যে, একটি তহবিল গঠন করুন যেন আমরা আহমদীয়াত এবং ইসলামের বার্তা বিশ্বের প্রতিটি কোণে পৌঁছাতে পারি এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনাকে আরো মজবুত করতে পারি, যেন বিরোধীদের ষড়যন্ত্র এবং হৈচৈয়ের আমরা মোকাবিলা করতে পারি এবং জামা'তের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচারণ চলছে তা ভুল প্রমাণ করতে পারি। আর শুধু ভুল প্রমাণ করাই নয়, বরং তবলীগের দায়িত্বও পালন করতে পারি; কেননা এখন পর্যন্ত তবলীগের যে দায়িত্ব আমাদের পালন করা উচিত ছিল, তা আমরা সেই গুরুত্বের সাথে পালন করি নি যেমনটি হওয়া উচিত ছিল। সুতরাং এই চিন্তাভাবনার সাথে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা করেছিলেন এবং এটাও বলেছিলেন যে, দেশেও এবং বহির্বিশ্বেও আমাদের ইসলাম এবং আহমদীয়াতের

বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে, যেন শত্রুরা আমাদের পরিকল্পনাকে কোথাও ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা না করে। এক জায়গায় যদি বিরোধিতা থাকে তবে অন্য জায়গায় যেন উন্নতি দেখা যায় এবং জামা'তের গণ্ডি বিস্তৃত হতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে আজ আমরা দেখছি, বিশ্বের সমস্ত দেশে আহমদীয়াত এবং প্রকৃত ইসলামের বার্তা পৌঁছে গেছে এবং আমাদের মিশনারী ও মুবাল্লিগরা সেখানে কাজ করছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমরা মসজিদ নির্মাণ করেছি, আমাদের স্কুল পরিচালিত হচ্ছে, হাসপাতাল পরিচালিত হচ্ছে। জামা'তের মুবাল্লিগ এবং মুরব্বীরা সেবার সুযোগ পাচ্ছেন, বইপুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে, বিভিন্ন দেশে এমটিএ-র স্টুডিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কেন্দ্রীয় স্টুডিও ছাড়াও সারা বিশ্বে এসব স্টুডিও ছড়িয়ে আছে; রেডিও স্টেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যদিও এই সমস্ত কাজের বহু খরচ অন্যান্য চাঁদা থেকেও পূরণ করা হয়, তবে তাহরীকে জাদীদ এতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাহরীকে জাদীদের অধীনেই বিশ্বে মুবাল্লিগ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে বিশ্বের প্রায় ছয়-সাতটি দেশে জামেয়া প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যেখানে মুবাল্লিগ এবং মুরব্বীরা প্রস্তুত হচ্ছেন আর এরপর সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে ইসলাম ও আহমদীয়াতের তবলীগের কাজ করছেন। আর আহরারীদের যে দাবিটি ছিল– আমরা কাদিয়ানকে ধ্বংস করে দেবো, আহমদীয়াতকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে দেবো এবং আজ পর্যন্ত এসব স্লোগান আমাদের বিরোধীরা দিয়ে থাকে; প্রতিদিন কেউ না কেউ দিয়ে থাকে। বিগত দিনগুলোতে রাবওয়াতে তাদের একটি সম্মেলন হয়েছিল বা জলসা হয়েছিল, সেখানেও তারা এই স্লোগানই দিয়েছে। তো এসব স্লোগানের জবাব প্রতি বছর জামা'তের উন্নতির দ্বারা দেওয়া হয়, আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ দ্বারা দেওয়া হয়। জামা'তে বয়আত করে যোগদানকারী মানুষজনই এর জবাব এবং আজ দুইশত বিশটি দেশে বিস্তৃত জামা'তের উন্নতি এর জবাব যে, দেখো! তোমরা স্লোগান দিতে– ভূপৃষ্ঠ থেকে মুছে দেবো! কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ হলো, জামা'ত উন্নতির পর উন্নতি করে চলেছে।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'লার এই কাজ এবং এই সমর্থন এ বিষয়ের প্রমাণ যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবি সত্য ছিল এবং সত্য। আর আহমদীয়াত আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে কোনো মানুষের রোপিত চারা নয়, কোনো সংগঠনের রোপিত চারা নয়, কোনো সরকারের রোপিত চারা নয়; বরং আল্লাহ্ তা'লার রোপিত চারা, যা একটি বিশাল বৃক্ষ হয়ে গেছে, যার শাখাপ্রশাখা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে এবং আল্লাহ্ তা'লা এটিকে আরো বিস্তৃত করছেন আর ফলে সমৃদ্ধ করছেন। এই ধারা চলমান আছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে আয়াতটি আমি পাঠ করেছি, এতেও আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যারা আল্লাহ্র পথে সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ সেই শস্যদানার মতো, যেমনটি অনুবাদে বর্ণিত হয়েছিল, যার সাতটি শীষ থাকে এবং প্রতিটি শীষে থাকে একশত শস্যদানা, বরং আল্লাহ্ তা'লা এর চেয়েও বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তোমরা আমার পথে যা ব্যয় করো, আমি তোমাদেরকে তার প্রতিদান অবশ্যই দিয়ে থাকি; বরং আমার এই সামর্থ্য রয়েছে যে, তোমাদের এই ত্যাগকে সাতশ গুণ পর্যন্ত, বরং তার চেয়েও বেশি করে দিতে পারি। সুতরাং এই নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের হৃদয়ে এই উৎসাহ সৃষ্টি করেছেন যে, নিজেদের মন খুলে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে থাকো; আল্লাহ্র দ্বীন প্রচারের জন্য ব্যয় করো, যে কাজ এই যুগে মসীহ্ মওউদ এবং ইমাম মাহদীর দায়িত্বে ন্যস্ত ছিল এবং আজ তাঁর জামা'তের ওপর ন্যস্ত রয়েছে। তাহলে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সম্পদে বরকত দেবেন এবং তা আমরা প্রতি বছর দেখি আর আমি বর্ণনাও করে থাকি। এই বছরও অনেক উদাহরণ রয়েছে যে,

আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে মানুষের মন খুলে দেন এবং অনেক জায়গায় কোনো ধরনের অভাবের চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে মানুষ ত্যাগ করে চলেছে আর এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাদের দানও করেন অথবা তাদের হৃদয়ে প্রশান্তি দান করেন এবং তারা এভাবে কুরবানী করে আনন্দিতও হয়, (ক্ষেত্রবিশেষে) যদি তারা তাৎক্ষণিক ফল না-ও পায়– তবুও। আর কিছু সময় পর তাদের সেসব বাসনাও পূর্ণ হয়ে যায় যেগুলো জলাঞ্জলি দিয়ে তারা আর্থিক কুরবানী করেছিল। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এই জগতেও প্রতিদান দেওয়া হবে, পরকালেও প্রতিদান দেওয়া হবে। এমন অনেকেই আছেন যারা এ পৃথিবীতেও প্রতিদান লাভ করেন আর পরকালের প্রতিদান তো অপরিসীম। অতীতের বুযুর্গরাও এ আয়াতের এই ব্যাখ্যাই করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ইমাম রাযী (রাহে.) তার তফসীরে লিখেছেন, আল্লাহ্ তা'লা (তাঁর পথে ব্যয়কৃত) ধনসম্পদ বর্ধিত করে ফেরত দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি লেখেন, আল্লাহ্ তা'লা জীবিত করার ও মৃত্যু দেবার ক্ষেত্রে নিজ ক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছেন। যদি এই ক্ষমতা আল্লাহ্‌র না থাকত, তাহলে (তাঁর পথে ধনসম্পদ) ব্যয় করার নির্দেশ যথাযথ হতো না। কেননা প্রতিদান ও শাস্তি দেবার কোনো সত্তা যদি না থাকতেন, তাহলে (তাঁর পথে সম্পদ) ব্যয় করা নিরর্থক হতো। যদি পুরস্কার ও শাস্তির বিধান না থাকত তাহলে আল্লাহ্ তা'লা এটি বলতেন না যে, আমার পথে ব্যয় করো, আমি তোমাদের প্রতিদান দেবো। এর অর্থ হলো, আল্লাহ্ তা'লাই তাঁর পথে কুরবানীকারীদের উত্তম প্রতিদান দেন আর এর বিপরীতে অপরাধীরা শাস্তিও লাভ করে। এ প্রসঙ্গে তিনি এটিই লিখেছেন, অন্য কথায় আল্লাহ্ তা'লা যেন (তাঁর পথে সম্পদ) ব্যয়কারীদের বলছেন, তুমি জানো যে, আমিই তোমাকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমার প্রতি আমার অনুগ্রহরাজি সম্পূর্ণ করেছি। আর তুমি আমার পুরস্কার ও সওয়াব দেবার ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত। কাজেই, তোমার এই জ্ঞান যেন তোমাকে সম্পদ খরচ করতে অনুপ্রাণিত করে। কেননা তিনিই, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাই সামান্য কিছুর বিনিময়ে অধিক পরিমাণে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। আর অধিক পরিমাণে দেবার দৃষ্টান্তই এভাবে বর্ণনা করেছেন; অর্থাৎ যে একটি শস্যবীজ বপন করে, এর বিনিময়ে আমি সাতটি শীষ উৎপন্ন করি এবং প্রত্যেক শীষে একশটি শস্যদানা থাকে। এরপর এটি বর্ণনা করে তিনি লিখেছেন, يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ অর্থাৎ, তারা আল্লাহ্‌র পথে তাদের ধনসম্পদ ব্যয় করে। সাবীলিল্লাহ্ শব্দের অর্থ হচ্ছে ধর্ম; (অর্থাৎ তারা) আল্লাহ্‌র ধর্মের জন্য ব্যয় করে। আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে স্বীয় প্রতিশ্রুতি এবং ওয়াদা পূর্ণ করেন– এর দৃশ্য আমরা সর্বদা আহমদীয়া জামা'তের মাঝে দেখতে পাই। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যদি তোমরা ধর্মীয় কাজে তোমাদের ধনসম্পদ খরচ করো তাহলে আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে একটি শস্যবীজ থেকে সাতশ শস্যদানা উৎপন্ন করেন, ঠিক সেভাবেই তিনি তোমাদের ধনসম্পদও বৃদ্ধি করবেন, বরং এর চেয়েও অধিক উন্নতি দান করবেন, যার প্রতি وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ (অর্থাৎ আর আল্লাহ্ যার জন্য চান আরো বৃদ্ধি করেন) আয়াতাংশে ইঙ্গিত রয়েছে। অতএব, ইতিহাস সাক্ষী, বাস্তবেও এমনটিই হয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) নিঃসন্দেহে অনেক কুরবানী করেছিলেন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে মহানবী (সা.)-এর সর্বপ্রথম খলীফা মনোনীত করে যে মহান পুরস্কারে ভূষিত করেছিলেন– এর তুলনায় তাঁর কুরবানীসমূহের কীই-বা মূল্য ছিল? একইভাবে হযরত উমর (রা.)ও অনেক কিছু দিয়েছেন, কিন্তু (বিনিময়ে) তিনি কত বড়ো পুরস্কার পেয়েছেন! হযরত উসমান (রা.)ও যা কিছু করেছিলেন, তার চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বেশি তিনি এই পৃথিবীতেই প্রতিদান পেয়েছেন। এভাবে আমরা যদি এক এক করে প্রত্যেক

সাহাবীর প্রতি লক্ষ্য করি তাহলে আমরা সেসব ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'লার একই ব্যবহার দেখতে পাই। হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.)-র কথাই ধরুন; বর্ণিত আছে, যখন তিনি মারা যান তখন তাঁর কাছে তিন কোটি টাকা সঞ্চিত ছিল। এছাড়া তিনি তাঁর জীবদ্দশায় লক্ষ লক্ষ টাকা (আল্লাহ্র পথে) খরচ করেছেন। অনুরূপভাবে সাহাবীরা যখন (বাধ্য হয়ে) তাদের মাতৃভূমি ত্যাগ করেন, তখন তারা (এরচেয়ে) উত্তম মাতৃভূমি লাভ করেন। ভাইবোন ত্যাগ করলে তারা আরো উত্তম ভাইবোন পেয়েছেন। নিজেদের বাবা-মাকে ছেড়ে আসলে তারা মহানবী (সা.)-কে পেয়েছিলেন যিনি তাদেরকে বাবা-মায়ের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। মোটকথা, আল্লাহ্র পথে কুরবানীকারী কখনোই উত্তম প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হয় না।

বিগত খুতবাগুলোতে আমি বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ করেছি। বর্তমানে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের আলোকে যেসব যুদ্ধাভিযানের উল্লেখ করা হচ্ছে এতেও সাহাবীদের বিভিন্ন পুণ্যের উল্লেখ চলে আসে, তাদের কুরবানী বা আত্মত্যাগের উল্লেখ চলে আসে। এখন দেখুন, আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে তাদেরকে এর উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করে গিয়েছেন! আর আমরা ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাই, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিনষ্ট হতে দেন নি, বরং তাদেরকে অফুরন্ত দানে ভূষিত করেছেন। কাজেই, আল্লাহ্ তা'লা অসংখ্য স্থানে (তাঁর পথে) ব্যয় করার বিষয়ে বলেছেন। আল্লাহ্ তা'লা কোথাও বলেন, **'নিজের ধনসম্পদ থেকে ব্যয় করো'**, **'তোমাদের পছন্দনীয় জিনিস থেকে খরচ করো, আমি তোমাদেরকে প্রতিদান দেবো'**, **'তোমাদের ধনসম্পদে সমৃদ্ধি দিতে থাকব'**, **'আমি স্বীয় কল্যাণরাজিতে তোমাদেরকে ভূষিত করতে থাকব'**। আর আমরা (প্রতিনিয়ত) আল্লাহ্ তা'লার এই অনুগ্রহরাজি প্রত্যক্ষ করছি। আজও প্রত্যেক আহমদী, যারা সত্যিকার অর্থেই আন্তরিকতার সাথে কুরবানী করে– (তারা) এটি অনুধাবন করে। কুরবানীকারীরা নিজেদের ঘটনাবলিও লিখে থাকে। আশ্চর্য হতে হয়, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে কুরবানী করার সামর্থ্য দিয়েছেন আর কীভাবে তাদের ঈমানকে সুদৃঢ় করেছেন। আমি কিছু দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করব, কিন্তু এর পূর্বে হাদীসের বরাতে কিছু জ্ঞানগত এবং ঐতিহাসিক বিষয়ও বর্ণনা করব। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি বক্তব্যের ব্যাখ্যা করেছেন যেটিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন; মসীহ্ মওউদ নন বরং মসীহ্ (আ.) অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) বলেছেন,

স্বর্গে নিজের জন্য ধনসম্পদ জমিয়ে রাখো, যেখানে কোনো কীটপতঙ্গ বা মরিচা তা বিনষ্ট করতে পারে না আর সেখানে কোনো চোর সিঁধ কেটে চুরিও করে না। এটি হলো ইঞ্জিলে বর্ণিত ঈসা (আ.)-এর শিক্ষা। কিন্তু পবিত্র কুরআন বলে, **যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'লার ধনভান্ডারে নিজের ধনসম্পদ সঞ্চয় করো তাহলে শুধুমাত্র তা কেউ চুরি করবে না তা-ই নয়, বরং তোমরা কমপক্ষে একের বিপরীতে সাতশ গুণ প্রতিদান পাবে এবং বৃদ্ধির দিক থেকে এর কোনো সীমা-পরিসীমা নেই**। আবার মসীহ্ (আ.) বলেন, **সেখানে শস্য কোনো পোকামাকড় খেতে পারবে না**। কিন্তু পবিত্র কুরআন বলে, **তা শুধুমাত্র পোকামাকড়ের (আক্রমণ) থেকেই সুরক্ষিত থাকে না বরং এক থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত বর্ধিত রূপে ফেরত পাওয়া যায়**। আল্লাহ্ তা'লা নিঃসন্দেহে কোনো মানুষের সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন, কিন্তু তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে যদি তাদেরকে কোনো কাজ করার সুযোগ দেন তাহলে এর মাধ্যমে তিনি তাদের মর্যাদা উন্নীত করতে চান। আর এ জগতেও কার্যত সেটি সাতশ গুণ বৃদ্ধি করতে পারেন। কিন্তু এসব পুণ্যকর্মের প্রতিদান পরকালে বহুগুণ বর্ধিত করেও প্রদান করবেন। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন যে, তিনি সাতশ গুণ

বাড়িয়ে দেন; আর এটি শুধুমাত্র ইহকালের জন্যই নয়, বরং ইহকালেও এবং পরকালেও বাড়িয়ে প্রদান করতে থাকেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)ও এক স্থানে এর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি (রা.) বলেন,

ভালোভাবে স্মরণ রেখো! নবীরা যে চাঁদা চান তা নিজের জন্য নয় বরং সেসব চাঁদাদাতাকে কিছু দেবার জন্য। অর্থাৎ চাঁদাদাতা, যারা কুরবানী করেন, তাদের মঙ্গলের জন্য বলেন– চাঁদা দাও যেন আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের প্রতি কৃপা করেন এবং তোমাদের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার সন্নিধানে দান করার অনেক উপায় রয়েছে। এর মধ্যে এ-ও একটি উপায়, যার উল্লেখ প্রারম্ভিক সূরায় অর্থাৎ সূরা বাকারার চতুর্থ আয়াত **مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ**-এর মাধ্যমে করেছেন। অতঃপর **آتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ** – এটিও সূরা বাকারার আয়াত। অতঃপর এই পারাতেই উল্লেখ করেছেন **أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ**, এটিও সূরা বাকারার আয়াত। অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, এ পর্যায়ে সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় আর্থিক কুরবানীর বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে যে, ইঞ্জিলে একটি পদ রয়েছে, **কেউ যাচনা করলে তুমি তাকে প্রদান করবে**। কিন্তু লক্ষ্য করো, পবিত্র কুরআন এ বিষয়টিকে পাঁচ রুকূতে অনেক বিশদভাবে বর্ণনা করেছে। প্রথম প্রশ্ন হলো, কাউকে কেন দান করবে? এ সম্পর্কে বর্ণনা করেছে, আল্লাহ্ তা'লার বাণী প্রচার করার নিমিত্তে ব্যয়কারীকে প্রদান করো। এর একটি দৃষ্টান্ত হলো, যখন কেউ কোনো বীজ মাটিতে বপন করে। উদাহরণস্বরূপ, বাজরার বীজ, এরপর এথেকে কয়েকটি শীষ বের হয়। অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, **وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ অর্থাৎ, আর আল্লাহ্ যার জন্য চান তাকে এর চেয়েও বৃদ্ধি করে দেন**। অর্থাৎ, কোনো কোনো স্থানে একের বিপরীতে দশ আবার কোথাও একের বিনিময়ে সাতশ গুণ প্রতিদানের উল্লেখ রয়েছে। এই পার্থক্যটি সময়, প্রয়োজন এবং পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ একজন ব্যক্তি যে নদীর কিনারায় আছে, শীতকাল, বৃষ্টি হচ্ছে; এমন মুহূর্তে কেউ যদি কারো কাছে পানি চায় আর সে তখন গ্লাস ভরে পানি দেয় তাহলে এটি কোনো বড়ো বিষয় নয়। কেননা সর্বত্র পানি আর পানি। কিন্তু কেউ যদি এমন সময় কোনো ব্যক্তিকে পানি দেয় যখন সে দুপুরের সময় জঙ্গলে রয়েছে এবং পিপাসায় ছটফট করছে, তার প্রাণ ওষ্ঠাগত এবং জ্বরে পুড়ছে– তবে সেটি মহান পুণ্যের কাজ হবে। সুতরাং এই ধরনের পার্থক্যের কারণে আল্লাহ্ তা'লা প্রতিদানের ক্ষেত্রেও তারতম্য রেখেছেন। কোথাও প্রয়োজনের নিরিখে কুরবানী অনেক বেশি হয়ে থাকে, আর এর প্রয়োজনও বেশি হয়ে থাকে। এজন্য আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতিদানও সাতশ গুণ অথবা তারও বেশি বাড়িয়ে দিয়ে থাকেন। আবার কোথাও কুরবানী এত বেশি হয় না, কিন্তু তবুও সেখানে কুরবানীর প্রয়োজন থাকে, সেখানেও আল্লাহ্ তা'লা পুণ্য থেকে বঞ্চিত রাখেন না। বরং সেখানেও দুই গুণ বা দশ গুণ প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

এই উদাহরণগুলো হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) ধনসম্পদ খরচ করা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি হযরত রাবেয়া বসরীর একটি ঘটনাও বর্ণনা করেছেন। তিনি ঘরে বসা ছিলেন। তখন মেহমান চলে আসে এবং ঘরে খাবারের জন্য কেবল দুটি রুটি ছিল। তিনি তার পরিচারিকাকে বলেন, এ দুটি রুটি সদকা হিসেবে দিয়ে আসো। সেই পরিচারিকা বলে, কী অদ্ভুত বিষয়! ঘরে মেহমান এসেছে, মাত্র দুটি রুটি রয়েছে; আর আপনি বলছেন এটিও দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দিতে? কিছু সময় পর বাহির থেকে আওয়াজ আসে। একজন মহিলা জানায়, তাদের প্রতিবেশী একজন ধনাঢ্য মহিলা কিছু

খাবার পাঠিয়েছেন। যখন খাবার আসে তখন হযরত রাবেয়া বসরী (রা.) তা গণনা করেন আর তাতে আঠারোটি রুটি ছিল। হযরত রাবেয়া বসরীর আল্লাহ্ তা'লার সাথে গভীর সম্পর্ক এবং তাঁর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ করবেন। তিনি বলেন, আমি দুটি দিয়েছি, সুতরাং এর চেয়ে বেশি হবার কথা ছিল। এর বিপরীতে হয় দশ গুণ হবে অথবা দ্বিগুণ হবে। তিনি বলেন, এই আঠারোটি রুটি আমার জন্য নয়। আমার বিশজন মেহমান এসেছে। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আমার জন্য বিশটি রুটি আসার কথা ছিল; এটি আমার জন্য না। তিনি বলেন, আমি এটি নেব না, এটি ফেরত দিয়ে দাও। তার পরিচিকা বলে, আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহ করে পাঠিয়েছেন, রেখে দিন। কিন্তু তিনি বলেন, না! এটি আমার জন্য প্রেরণ করা হয় নি। এরই মধ্যে সেই ধনাঢ্য প্রতিবেশী মহিলার আওয়াজ আসে। তিনি সেই পরিচিকাকে ডেকে বলেন, তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে? আমি রাবেয়া বসরীর জন্য অন্য খাবার প্রস্তুত করে রেখেছিলাম। যখন তা আনা হলো, তাতে বিশটি রুটিই ছিল। এভাবেই পুণ্যবান বান্দারা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখতেন আর আল্লাহ্ তা'লাও তাদের চাহিদা পূরণ করতেন।

এই প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, আল্লাহ্র পথে আমরা কেন খরচ করব? তিনি বলেন, প্রথমত কেবল **'ইবতিগায়ে মারযাতিল্লাহ্'** অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য দান করো, অনুগ্রহ করে খোঁটা দিও না। বরং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দাও যেন তিনি আমাদের প্রতি খুশি হন। এজন্য খরচ করো, কেননা তিনি আমাদের প্রতি অগণিত অনুগ্রহ করেছেন। এজন্য খরচ করো কেননা আল্লাহ্র ধর্মের খাতিরে দেওয়া জরুরি। কীভাবে দেবে? আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দেবে; যেমনটা উল্লেখ করা হয়েছে, অনুগ্রহ করে খোঁটা দেবার জন্য দেবে না। যারা কুরবানী করেছে জামা'তের প্রতি তাদের কোনো অনুগ্রহ নেই; বরং আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ হলো, যখন তুমি আল্লাহ্ তা'লার পথে পুণ্যলাভের উদ্দেশ্যে খরচ করো তখন তিনি তোমাদের বহুগুণে বাড়িয়ে দেন। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

যারা আল্লাহ্র পথে নিজেদের অর্থ ব্যয় করে, আল্লাহ্ তাদের সম্পদে এমনভাবে বরকত দান করেন– যেমনটি একটি বীজ বপন করার পর ঘটে। বপন করা হয় একটি মাত্র বীজ, কিন্তু আল্লাহ্ তা থেকে সাতটি শীষ উৎপন্ন করে দিতে পারেন এবং প্রতিটি শীষে একশত দানা উৎপন্ন করতে পারেন। অর্থাৎ, মূল বস্তু থেকে বহু গুণ বৃদ্ধি করে দেওয়াই আল্লাহ্র এক বিশেষ গুণ। বাস্তবিক আমরা সবাই আল্লাহ্র এই ক্ষমতার কারণেই জীবিত আছি। যদি আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এই সমৃদ্ধি দানের ক্ষমতা না রাখতেন, তবে সমস্ত পৃথিবীই ধ্বংস হয়ে যেত, একটি প্রাণীও পৃথিবীতে বেঁচে থাকত না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেছেন, তা'বীরুর রুইয়াতে (বা স্বপ্নের ব্যাখ্যায়) কলিজা বলতে সম্পদকে বোঝায়। যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে, তার বুক চিরে কলিজা বের করে দিচ্ছে, তাহলে এর অর্থ হলো সম্পদ। তাই দান-খয়রাত করা আসলে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করার নামান্তর। অর্থাৎ, আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি; মানুষ যখন দান করে, তখন সে কতখানি আন্তরিকতা ও ধৈর্য প্রদর্শন করে। আসল বিষয় হলো, শুধু মুখের কথায় চিঁড়ে ভেজে না, যতক্ষণ না বাস্তবে তা কার্যে পরিণত করা হচ্ছে। এজন্যই এটিকে **'সদকা'** বলা হয় কারণ এটি সত্যবাদীর সত্যতার প্রমাণ দান করে, যেন তার সততা প্রমাণ হয়ে যায় যে, সে ঈমানের ক্ষেত্রে সৎ।

একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একদা মহানবী (সা.) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে সকল দানশীলের চাইতে শ্রেষ্ঠ দানশীলের কথা বলব না? সাহাবীরা নিবেদন করেন, জি হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তখন মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা সকল দানশীলের চেয়ে অনেক বেশি দানশীল। এরপর তিনি (সা.) নিজের সম্পর্কে বলেন, আমি সমগ্র মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে বড়ো দানশীল। এরপর তিনি (সা.) নামায, রোযা ও আর্থিক কুরবানীর প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করেন। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন, নামায, রোযা ও আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা– আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়কৃত অর্থের সওয়াবকে সাতশ গুণ বৃদ্ধি করে দেয়।

অতএব, এই নির্দেশ তাদের জন্য যারা আল্লাহ্‌র পথে অর্থ ব্যয় করে; তারাও যেন নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করে। কেবল অর্থ দান করে যেন এই ধারণা না করে যে, অনেক কিছু করে ফেলেছি! নিজেদের ইবাদতের মানও যেন উন্নত করে। আর্থিক কুরবানী করে এ কথা যেন মনে করা না হয় যে, আমাদের আর ইবাদত করার প্রয়োজন নেই। মহানবী (সা.) স্পষ্টভাবে বলেছেন, নামায ও রোযাও আর্থিক কুরবানীর পাশাপাশি অপরিহার্য, যেমনটি আমি একটু আগে হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছি। আর এই সবকিছুর সমন্বয়ই তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য দান করে, আর তখন আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি করুণাশীল হয়ে তোমাদের সম্পদে আরো বরকত দান করেন।

বহু লোক কুরবানী করে থাকে। আজও আমাদের কাছে এমন উদাহরণ আসে যে, নিজেদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে দেয়। আর তা এই আশায় করে যে, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার ফলে তা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের কারণ হবে আর আমাদের এই কুরবানী বৃথা যাবে না, আল্লাহ্ তা'লা এটি বিনষ্ট করবেন না। আর সত্যিই আল্লাহ্ তা'লা তা বিনষ্ট করেন না।

আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কোন সদকা সওয়াবের দিক থেকে সর্বোত্তম? তিনি (সা.) উত্তর দেন, সর্বোত্তম সদকা হলো সেটি যা তুমি তখন দান করো যখন তুমি সুস্থ-সবল, সম্পদের প্রয়োজন অনুভব করো, (সম্পদের আকাঙ্ক্ষা রাখো,) দারিদ্রের আশঙ্কা করো এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্য চাও; এমন অবস্থায় সদকা-খয়রাত করতে দেরি করবে না। জাগতিক জিনিসের প্রতি যে আকাঙ্ক্ষা– তা থাকা সত্ত্বেও তোমরা সদকা-খয়রাত করো, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করো। তিনি (সা.) বলেন, এমন যেন না হয় যে, যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে, মৃত্যু তোমার সন্নিকটে হবে তখন তুমি বলবে, অমুককে এতটা দিয়ে দাও, তমুককে এতটা দিয়ে দাও। তিনি (সা.) বলেন, তখন তো সেই সম্পদ আর তোমার নয়; সেটি আরেকজনের হয়েই গেছে; উত্তরাধিকারীরা সেটি এমনিতেই পাবে। এজন্য বলেছেন, সুস্থ অবস্থায় ও যখন মানুষের চাহিদা থাকে– সেই সময়ে আল্লাহ্‌র পথে দান করাই হলো আসল কুরবানী। যদি এভাবে দান করতে পারো তাহলে ইহকালেও আল্লাহ্ তোমাদেরকে (বহুগুণে) বাড়িয়ে দেবেন আর পরকালেও সমৃদ্ধি দান করবেন।

আমাদের জামা'তের বুযুর্গদেরও উদাহরণ এমনই ছিল যারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার ক্ষেত্রে গণনা করতেন না বরং অশুণ্ঠচিত্তে দান করতেন। মহানবী (সা.)-এর যুগের সাহাবীদের উদাহরণও এমনই। রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) একবার তাঁর শ্যালিকা হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.)-কে উপদেশ দিয়েছিলেন, আল্লাহ্‌র পথে দান করার সময় গুণে গুণে দিও না, নচেৎ আল্লাহ্‌ও তোমাকে

গুণে গুণে দেবেন। তিনি (সা.) আরো বলেন, তোমার টাকা-পয়সার থলের মুখ কৃপণতার কারণে বন্ধ করে রেখো না, [অর্থাৎ যে অর্থ জমা আছে, তা আটকে রাখবে না, কৃপণতা করে বসে থাকবে না;] অন্যথায় এর মুখ বন্ধই থাকবে, এতে কখনো অর্থ প্রবেশ করবে না। একথাই বলেছেন যে, অর্থ বের হলে আরো আসবে; অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে যদি ব্যয় করো– তবে। তাই উদারভাবে দান করো।

জামা'তের মাঝে সবচেয়ে বেশি আমরা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-র দৃষ্টান্ত দেখতে পাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) ব্যাপক কুরবানী করতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে তাঁর মিশন পূর্ণ করার জন্য, তাঁকে সাহায্য করার জন্য অঢেল ব্যয় করতেন। এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেই এর উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন: যদি আমি অনুমতি দিতাম, তবে তিনি সব কিছুই (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) বিলিয়ে দিতেন। অর্থাৎ হযরত মওলানা নূরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) সবকিছু এই পথে কুরবানী করে আধ্যাত্মিকভাবে সহচর হবার মতোই বাহ্যিকভাবেও সহচর হবার ও সর্বদা সাহচর্যে থাকার দায়িত্ব পালন করতেন। আমি অনুমতি দেই নি, অন্যথায় তিনি নিজের সবকিছু দান করে দিতেন।

তিনি (আ.) লেখেন, তাঁর কতক পত্রের কয়েকটি ছত্র উদাহরণস্বরূপ আমি উল্লেখ করছি। হযরত মওলানা নূরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন: আমি আপনার পথে উৎসর্গীকৃত। আমার যা কিছু আছে তার কিছুই আমার নয় বরং আপনার। হযরত পীর ও মুর্শিদ! আমি সত্য সত্য বলছি, আমার সকল ধনসম্পদ যদি দ্বীনের প্রচারে ব্যয় হয়ে যায়, আমি তাতেই সফল।

দেখুন! রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে আবু বকর, উমর, উসমান (রা.)-র মতো দানশীল সহচর দান করেছিলেন, তেমনি এই যুগে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-র ন্যায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কেও নিজ মনিবের অনুসরণের কারণে এমন সেবক দান করেছেন যিনি সবকিছু কুরবানী করতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি তিনি (রা.) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-র ন্যায় আদর্শ উপস্থাপন করেছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন: এই প্রতিশ্রুতিও আল্লাহ্ তা'লাই দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আমার পথে ব্যয় করবে আমি তাকে বহু গুণ বৃদ্ধি করে দেবো। ইহকালেও সে অনেক কিছু লাভ করবে আর মৃত্যুর পর পরকালের পুরস্কারও দেখতে পাবে যে, কতটা সুখস্বাচ্ছন্দ্য সে লাভ করেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এখন আমি তোমাদেরকে এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করছি যে, ইসলামের উন্নতিকল্পে আর্থিক কুরবানী করো। এর ফলে এই দুনিয়াতেও কল্যাণ পাওয়া যায় এবং পরকালেও। এটা শুধু কথার কথা নয়, বরং আজও আমরা এর বাস্তব উদাহরণ দেখতে পাই। এটি সেই যুগের কথা নয় যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একথা বলেছিলেন; আজও আমার কাছে এমন বহু ঘটনা আসে যা থেকে প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার পর তিনি কীভাবে আমাদের ধনসম্পদে বরকত দান করেন, আমাদের জীবনের সমস্যাবলি দূর করে দেন এবং আমাদের ঈমানকে দৃঢ় করেন। আমি এমন কয়েকটি ঘটনারও উল্লেখ করছি।

আলবেনিয়া থেকে মুবাল্লিগ সাহেব লেখেন, বিলাল ইউসুফ নামে এক আলবেনীয় বন্ধু আছেন। তিনি অত্যন্ত সরল প্রকৃতির মানুষ এবং দরিদ্রও বটে। সেখানে জলসা সালানা হচ্ছিল, আর তিনি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত জলসার কাজ করতেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে

আমাদের বহু স্বেচ্ছাসেবক এমন কাজ করে থাকেন। কেউ কেউ নিজেদের বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সময় দেন; আবার কারো কারো সেরকম বাধ্যবাধকতা থাকে না, তাদের রুজির ব্যবস্থা হয়ে যায়। যাহোক, তিনি বলেন, বিলাল সাহেব প্রতিদিন বিকাল চারটা পর্যন্ত জলসার কাজ করার পর বিকালে নিজের চাকরিতে চলে যেতেন। একদিন তিনি একটি খামে ৭৫ ইউরো তাহরীকে জাদীদের চাঁদা নিয়ে আসেন। আলবেনিয়া পূর্ব ইউরোপের একটি দরিদ্র দেশ। মুরব্বী সাহেবকে তিনি বলেন, এই টাকা তিনি বেশ কিছুদিন ধরে চাঁদা হিসেবে দেবার জন্য জমা করছিলেন। খামের ওপরে আলবেনীয় ভাষায় লেখা ছিল– অত্যন্ত আনন্দের সাথে জামা'তের সেবার জন্য উপস্থাপন করা হলো। হয়ত অন্য কারো কাছে ৭৫ ইউরো খুব সামান্য মনে হতে পারে; কিন্তু মুরব্বী সাহেব লিখেছেন, এটি তার মাসিক আয়ের প্রায় ১৫ শতাংশ ছিল, অথচ তাকে বাড়িভাড়াও দিতে হবে। জাগতিক লোকেরা হয়ত বলবে, ৭৫ ইউরো দিয়ে এরা ইসলাম প্রচারের কথা বলে! অথবা সামান্য ক'টা ইউরো দিয়ে ইসলাম-সেবার বুলি আওড়াচ্ছে! পক্ষান্তরে ইসলামবিরোধী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সরকারগুলোর কাছে বিলিয়ন বিলিয়ন পাউন্ড রয়েছে, তারা ইসলামের বিরোধিতায় অর্থ ব্যয় করছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এই ছোট্ট কুরবানীর মাঝেও এমন কল্যাণ দান করেছেন যে, এই কুরবানীর মাধ্যমে আহমদীয়া জামা'ত বিভিন্ন মিশন প্রতিষ্ঠা করছে। এমন মানুষ একজন নয়, বরং এমন অনেক মানুষ রয়েছেন। এরকম ৭৫ ইউরো প্রদানকারী কেবল একজন নয়, বরং এর চেয়েও ক্ষুদ্র অঙ্কে দানকারী মানুষ আছেন আর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এসব ছোটো ছোটো কুরবানী দিয়েই আহমদীয়া জামা'ত বিশ্বজুড়ে নিজের কাজ এগিয়ে নিচ্ছে, ইসলাম প্রচারের কাজ করছে। আজ ইসলামের উন্নতির যে কাজ হচ্ছে, তা ঐ বিলিয়ন ডলার ব্যয়কারীদের প্রচেষ্টার চেয়েও বহুগুণ বেশি ফলপ্রসূ। একই রকম কুরবানীর দৃশ্য এর চেয়েও দরিদ্র দেশগুলোতে দেখা যায় যেভাবে ইসলামের প্রাথমিক যুগে কিংবা যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আর্থিক কুরবানীর আহ্বান জানিয়েছিলেন– তখন দেখা গিয়েছিল; অথবা তখন দেখা গিয়েছিল যখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন, শত্রুরা আজ সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে আমাদের ওপর আক্রমণোদ্যত, তাই তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করো। তখন জামা'তের সদস্যরা অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। দরিদ্র মহিলারা তাদের মুরগি ও মুরগির ডিম বিক্রি করে চাঁদা দিয়েছিলেন। বাহ্যত খুবই সাধারণ কুরবানী ছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেছিলেন, তিন বছরে হিন্দুস্তানে ২৭ হাজার রুপি সংগ্রহ করো; কিন্তু জামা'ত অভাবনীয় কুরবানী করে যার ফলে মাত্র এক বছরেই এক লক্ষ রুপি জমা হয়। আজও আমরা এমন ত্যাগ ও কুরবানীর দৃশ্য গরিব দেশগুলোতে দেখতে পাই।

ইন্দোনেশিয়ার একজন আহমদী সদস্য জাভি মুজাফফর সাহেব বলেন, তার স্ত্রীর নিকট জামা'তের একজন বৃদ্ধা মহিলা কয়েক আঁটি জ্বালানি কাঠ আনেন যেন আমরা এগুলো কিনে নিই। তিনি বলেন, আমাদের তো খড়ির প্রয়োজন ছিল না, কেননা আমরা আগে থেকেই কিনে রেখেছিলাম। [তারা ছোটো এক গ্রামে বা মফস্বলে থাকতেন। এসব দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সব সুবিধা নেই; সেখানে গরিব মানুষজন কখনো কখনো খড়ি জ্বালিয়ে থাকে। সেখানে তো গ্যাস নেই, কিংবা হতে পারে কেরোসিনের চুলা ব্যবহার করে; কিন্তু তবুও খড়ি ব্যবহার হয়ে থাকে।] তিনি বলেন, আমরা যেহেতু অন্য জ্বালানি ব্যবহার করছিলাম এজন্য আমরা বলি, আমরা খড়ি বেশি ব্যবহার করি না, আমাদের প্রয়োজন নেই। কিন্তু যেহেতু বেচারা বৃদ্ধা নারী মাথায় আঁটি বহন করে এনেছিলেন তাই আমার স্ত্রী তার প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে

খড়ি ক্রয় করে নেন। ইন্দোনেশিয়ার মুদ্রামান খুবই কম। সেখানে লক্ষের অঙ্কে হিসাব হয়। তাই তিনি খড়ির সেই আঁটি এক লক্ষ রুপিয়ায় ক্রয় করেন; পাকিস্তানি মুদ্রায় তা কয়েকশ রুপি হবে। যাহোক, তিনি যখন ক্রয় করেন এবং এর মূল্য পরিশোধ করতে চান তখন সেই বৃদ্ধা মহিলা বলেন, আমি খড়ি এজন্য নিয়ে আসি নি যে, তোমার কাছ থেকে মূল্য গ্রহণ করে নিজের জন্য খরচ করব; বরং এটি তো আমি তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দেবার জন্য এনেছি। এগুলো আমার পক্ষ থেকে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা হিসেবে গ্রহণ করো। তার স্ত্রী লাজনার কর্মকর্তাও ছিলেন। সেই বৃদ্ধা মহিলা যা মূল্য পেয়েছিলেন সব চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন আর নিজের সাথে এক পয়সাও নিয়ে যান নি।

অনুরূপভাবে ইন্দোনেশিয়া থেকেই একজন সদস্যা সিসিলা সাহেবা বর্ণনা করেন, কয়েক বছর পূর্বে তার আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। একটি সাত বছরে সন্তান ছিল আর দ্বিতীয় সন্তান গর্ভে ছিল। ঈদের নিকবর্তী সময়ে দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। এই তিনজনেরই তাহরীকে জাদীদের চাঁদা বকেয়া ছিল। বকেয়ার পরিমাণ ছিল বারো লক্ষ রুপিয়া। যেভাবে আমি বলেছি, সেখানে রুপিয়ার মুদ্রামান খুবই কম। অতঃপর এখানেও সেই স্পৃহা-উদ্দীপনা দৃষ্টিগোচর হয় যার দৃষ্টান্ত আমরা পূর্বের যুগের বুযুর্গদের মাঝে দেখেছি। তিনি বলেন, তার বারো লক্ষ রুপিয়া ওয়াদা ছিল। আমাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল তাহরীকে জাদীদের চাঁদা পরিশোধ করব এবং খলীফাতুল মসীহ্‌কে দোয়ার জন্য লিখব। আমরা ভীষণ চেষ্টা চালাই যেন কোনোভাবে এই চাঁদা পরিশোধ করা যায়। কিন্তু অভাবের কারণে এটি দুঃসাধ্য মনে হচ্ছিল। অতঃপর তিনি বলেন, আমার অতি ক্ষুদ্র একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল। আমি যখন সেটি দেখলাম, সেখানে সাড়ে বারো লক্ষ রুপিয়া ছিল। তিনি বলেন, আমরা যদি সবটুকু (চাঁদা হিসেবে) দিয়ে দেই তবে আমাদের কাছে আর কিছুই থাকবে না। [কিন্তু যাহোক, তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, বারো লক্ষ রুপিয়া স্বামী-স্ত্রী এবং বড়ো সন্তানের পক্ষ থেকে আদায় করবেন আর অবশিষ্ট পঞ্চাশ হাজার যা আছে তা ছোটো সন্তানের পক্ষ থেকে আদায় করবেন।] আমরা সেই অনুযায়ী দিয়ে দেই। এভাবে সব রুপিয়া শেষ হয়ে যায়। তাদের কাছে আর কিছুই ছিল না। তিনি বলেন, কিন্তু আমাদের কোনো দুঃখকষ্ট অনুভব হয় নি, বরং হৃদয়ে আনন্দ অনুভব হয় যে, আমরা আমাদের ওয়াদা পূর্ণ করেছি এবং আমাদের নবজাতক সন্তানকেও এতে অন্তর্ভুক্ত করেছি। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লাও কীরূপ অনুগ্রহ করেছেন যে, এক সপ্তাহ পরেই তিনি এক কোটি বিশ লক্ষ রুপিয়া আয় করেন। এটি দেখে তাদের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছে যে, আল্লাহ্ তা'লা দশ গুণ বৃদ্ধির যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা এভাবে পূর্ণ করেছেন, আর আল্লাহ্ তা'লা তাৎক্ষণিকভাবেই নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন।

অনুরূপভাবে ঘানার মুবাল্লিগ সাহেব লেখেন, খলীফাতুল মসীহ্‌র খুতবাসমূহ থেকে ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলি যখন লোকদের শোনানো হয় তখন ঘানার একজন আফ্রিকান আহমদী নিজের পকেটে থাকা সর্বশেষ টাকাও আল্লাহ্ তা'লার পথে দিয়ে দেন। তিনি বলেন, মসজিদ থেকে বের হতেই তিনি দুটি ফোন কল পান যা তার জীবনের গতি পরিবর্তন করার কারণ ছিল; অর্থাৎ দুইজন সম্ভাব্য গ্রাহক তার সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাকে এমন আকর্ষণীয় চাকরি অথবা সুযোগের প্রস্তাব দেন যার মাধ্যমে তিনি তার প্রদানকৃত অর্থের বিশগুণ বেশি মুনাফা অর্জন করেন। এই অসাধারণ ঘটনা সেই সত্যতাকে জোরালোভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পথে আত্মত্যাগকারীদের কীভাবে তাৎক্ষণিক এবং অগণিত পুরস্কাররাজিতে ভূষিত করেন। এই ঘটনাও তার ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়।

অনুরূপভাবে কেনিয়ার মোয়াল্লেম সাহেবের স্ত্রী লিখেছেন, তাদের প্রথম সন্তানের ভূমিষ্ঠ হবার সময় সমাগত ছিল। অনেক জটিলতা দেখা দেয় যার কারণে অনেক বেশি চিন্তিত ছিলেন। ডাক্তার আশঙ্কা প্রকাশ করছিলেন। তিনি বলেন, আমি আমার স্বামীকেও আমার সার্বিক অবস্থা অবগত করি, সে (অর্থাৎ অনাগত সন্তান) আমাকে উদ্‌বিগ্ন করে রেখেছে। তিনি (মোয়াল্লেম সাহেব) বলেন, আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করো আর আল্লাহ্‌ই আমাদের শেষ ভরসা; তাৎক্ষণিকভাবে আমরা যা কুরবানী করতে পারি তা হলো– এখন তাহরীকে জাদীদের অর্থবছর শেষের পথে, তাই নিজের তাহরীকে জাদীদ খাতের অবশিষ্ট চাঁদা আদায় করো আর (বাদবাকি) বিষয় আল্লাহ্‌র ওপর ছেড়ে দাও। আল্লাহ্ ফযল করবেন। এই মানুষগুলোর ঈমানী উদ্দীপনা অভাবনীয়! তিনি (অর্থাৎ মোয়াল্লেম সাহেবের স্ত্রী) বলেন, আমি এমনটিই করলাম। কয়েকদিন পর তিনি স্বপ্নে দেখেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসেছেন। তিনি কালো রঙের কোট পরিধান করে ছিলেন, মাথায় পাগড়ি এবং হাতে ছড়িও ছিল। তিনি (আ.) এই মহিলাকে বলেন, তুমি দুশ্চিন্তা কোরো না, সন্তান সুস্থ ও নিরাপদে প্রসব হবে, তবে **তোমার পার্শ্বদেশ থেকে হবে**। বস্তুত তাদের সন্তান জন্ম নেয়, তবে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে জন্ম নেয়, যা পেটের এক পাশে করা হয়েছিল এবং কোনো প্রকার কোনো জটিলতা দেখা দেয় নি। যাহোক, তিনি বিশ্বাস করেন, এ সবকিছু আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যা তার (আর্থিক) কুরবানীর ফলে হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'লা আশিসমণ্ডিত করেছেন। তিনি বলেন, নতুবা গর্ভাবস্থায় ডাক্তার সাহেবরা অনেক আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। এভাবেই আল্লাহ্ তা'লা দূরদূরান্তের আহমদীদেরকেও এভাবে জানানোর মাধ্যমে তাদের ঈমানকে দৃঢ় করে থাকেন আর একই সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতারও সমর্থন করে থাকেন।

গিনি কোনাক্রির মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব লিখেছেন, আমি খলীফাতুল মসীহ্‌র খুতবা থেকে ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলি শোনাচ্ছিলাম এবং চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে কুরবানী করার ও সম্মুখে অগ্রসর হবার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছিলাম। একইভাবে সবাইকে তাহরীকে জাদীদের অর্থবছর শেষ হবার কারণে এর আদায়ের প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করি, (আমাদের) বাজেট (অনুযায়ী ওয়াদা) পূরণ হচ্ছে না, তা পূরণ করতে হবে। সেই সন্ধ্যায় এক ব্যক্তি মিশন হাউজে এসে বলেন, এই খামটি মুহাম্মদ আল-হাসান কুবি বা ইয়াকুবি সাহেব পাঠিয়েছেন। খামটি খোলা হলে তাতে তিনশ ইউরো ছিল যা স্থানীয় মুদ্রার হিসেবে প্রায় তিন মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক হয়, বরং এর চেয়েও বেশি। এ কারণে তিনি কুবি সাহেবকে ফোন করে খামটি পাঠানোর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি (কুবি সাহেব) বলেন, জুমুআর খুতবায় আপনার কাছে শুনেছিলাম, (তাহরীকে জাদীদের) লক্ষ্য পূরণ হয় নি; তাই জুমুআর পর আমি যখন অফিসে আসি, (তখন) আমার ড্রয়ারে এই অর্থ রাখা ছিল আর এরই সাথে প্রয়োজনীয় উপকরণের একটি তালিকাও ছিল যার মূল্য এই অর্থ দিয়ে পরিশোধ করার কথা ছিল। আমি বাজারের তালিকা ময়লার ঝুড়িতে ছুড়ে ফেলেছি আর এই অর্থ তাহরীকে জাদীদের চাঁদা হিসেবে প্রেরণ করছি। অথচ তিনি তার তাহরীকে জাদীদের চাঁদা পূর্বেই আদায় করে দিয়েছিলেন এবং একটি ভালো অঙ্কের চাঁদাই দিয়েছিলেন। আফ্রিকায় বসবাসকারীদেরও এমন অভাবনীয় ও আশ্চর্যজনক আত্মত্যাগের ঘটনা রয়েছে। কিন্তু তাদের হৃদয়ে ঈমানের এমন উদ্দীপনা আল্লাহ্ তা'লাই সৃষ্টি করেন, নতুবা মানুষের পক্ষে তো এটি সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তাদের এই অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা এভাবে বাড়িয়ে (প্রতিদান) দিয়ে থাকেন; এজন্যই তো তারা এভাবে কুরবানী করে থাকেন। ঘটনা তো অনেক রয়েছে, কিন্তু

সবগুলো বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমি কয়েকটি ঘটনা নির্বাচন করেছিলাম, তা-ও বর্ণনা করতে পারব না; গুটি কয়েক উল্লেখ করে দিচ্ছি।

ভারতের তাহরীকে জাদীদের ইন্সপেক্টর তেলেঙ্গানার এক ব্যক্তি সম্পর্কে লিখেছেন, যিনি হায়দ্রাবাদের এক জায়গার; তার (তাহরীকে জাদীদের) ওয়াদা সাত হাজার রুপি ছিল কিন্তু চাকুরি চলে যাওয়ায় তিনি তা আদায় করতে পারেন নি। পরবর্তী বছরের জন্য তিনি দশ হাজার (রুপি) ওয়াদা লিখিয়েছেন। তাকে বলা হয়, গত বছরের ওয়াদা আপনি আদায় করতে পারেন নি; পরের বছরের জন্য আরো বাড়িয়ে ওয়াদা করছেন! তখন ভদ্রলোক বলেন, আমার বিশ্বাস রয়েছে– আল্লাহ্ তা'লাই এর ব্যবস্থা করবেন। কেননা আমি আল্লাহ্র খাতিরে দিচ্ছি। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি পূর্বের চেয়ে ভালো চাকরি পেয়ে যান আর বিগত দুই বছরের চাঁদাও আদায় করেন। আর নতুন অর্থবছরে নিজের ওয়াদা সাত হাজারের পরিবর্তে বিশ হাজার করেন এবং তা আদায়ও করে দেন। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা তার সুধারণাকে পুরস্কৃত করেন।

একইভাবে ইন্দোনেশিয়ার আরো একটি ঘটনা রয়েছে। অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যা কাকতালীয় নয়, কেননা যাদের সাথে ঘটে তারা সবাই এই প্রেক্ষাপটকে জানেন যে, কোন পরিস্থিতিতে কুরবানী করছেন, কোন পরিস্থিতিতে তাদের মাঝে কুরবানী করার চিন্তার উদ্রেক হয়েছে। আর এরপর আল্লাহ্ তা'লার কুদরত তারা কীভাবে দেখেছেন। তিনি লেখেন, একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান আহমদী বন্ধু বাহাদুর জান, তিনি ট্যাক্সি চালাতেন; কাজ অব্যাহত রাখার জন্য কিছুদিন পূর্বে একটি ট্যাক্সি কোম্পানি থেকে একটি গাড়ি ক্রয় করেন। গাড়ি ক্রয় করার পর ট্রাফিক পুলিশের দফতরে গাড়ি রেজিস্ট্রেশন করাতে যান। তখন তারা বলে, আদালত এই গাড়ির রেজিস্ট্রেশন করতে বারণ করেছে। তিনি বলেন, গাড়ি ক্রয় করার সময় আমি সব কিছু যাচাই করেছিলাম এবং সবকিছু নিয়ম অনুযায়ী ছিল। কিন্তু পরে জানতে পারি, এই ট্যাক্সি কোম্পানি ঋণগ্রস্ত ছিল, যার কারণে আদালত এই কোম্পানির গাড়ি বিক্রয়ের ওপর স্থগিতাদেশ আরোপ করেছিল। সে সময় কোম্পানির পঁয়ত্রিশটি গাড়ি ছিল যার সবগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কোম্পানির সাবেক মালিকপক্ষের একজন আমাকে বলেন, আমরা আদালতে মামলা করেছি, যতক্ষণ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত না হয় তুমি অপেক্ষা করো। ইনশাল্লাহ্, তুমি গাড়ি পেয়ে যাবে। তিনি বলেন, ঠিক আছে। সে সময় আমার তাহরীকে জাদীদের চাঁদা আদায় করার ছিল। আমি চিন্তা করলাম, প্রথমে নিজের চাঁদা আদায় করি; এসব পার্থিব চিন্তায় আমার চাঁদা না বাকি রয়ে যায়! আমি তৎক্ষণাৎ তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায় করি। কয়েকদিন পরেই সেই কোম্পানির ওয়েবসাইটে চেক করে দেখি, আশ্চর্যজনকভাবে আমার কেনা গাড়িটির ওপর থেকে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না; হয়ত আমার ভুল হয়েছে। আমি ইন্সপেক্টরের কাছে গেলাম। সে চেক করে বলে, পঁয়ত্রিশটির মধ্য থেকে একটি গাড়ির ওপর থেকে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট চৌত্রিশটি গাড়ির ওপর থেকে স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের বিষয়টি আদালতের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে। আর সেই গাড়িটি সেটিই যা আমি ক্রয় করেছিলাম। আল্লাহ্র কৃপায় তাঁর পথে ব্যয় করার কারণে এই অনুগ্রহ হয়েছে যে, তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে পুরস্কৃত করেছেন। তিনি বলেন, এটি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যা আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা আহমদীদেরকে পুরস্কৃত করেন।

এরপর মালির সাকাসু রিজিওন থেকে মুবাল্লিগ লেখেন, আল্লাহ্ তা'লা অদ্ভুতভাবে নও মোবাঈনদের তরবিয়ত করেন, তাদেরকে আর্থিক কুরবানীর দিকে আকৃষ্ট করেন। শহরের একজন নও মোবাঈ মূসা সাহেব এক মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক সিফা অর্থ নিয়ে আসেন এবং নিবেদন করেন, এর মধ্য থেকে পাঁচ লক্ষ অর্থ তার বাড়ির হিস্যায়ে জায়েদাদ, চার লক্ষ ওসিয়্যতের চাঁদা এবং এক লক্ষ তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদ খাতে কেটে রাখুন। যখন তার কাছে এই অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, কী কারণ– তখন তিনি বলেন, তিনি এক দীর্ঘ সময় যাবৎ বিভিন্ন পার্থিব লক্ষ্যে অর্থ জমা করছিলেন। তার সমস্ত মনোযোগ এবং দোয়াও এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য ছিল। কিন্তু তিনি বলেন, গত রাতে যখন তাহাজ্জুদ নামায আদায় করার পর শুয়েছি তখন স্বপ্নে দেখলাম, তিনজন সাদা পোষাক পরিহিত ব্যক্তি আমার কাছে এসেছে। তাদের মধ্য থেকে প্রথম ব্যক্তি তাকে সম্বোধন করে বলেন, তুমি একজন আহমদী হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত মনোযোগ জাগতিকতার প্রতি নিবদ্ধ রাখ। [কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা তরবিয়ত করে থাকেন!] উত্তম এটিই যে, তুমি পরকালের কথা বেশি চিন্তা করো। এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তি তাকে বলে, তুমি তোমার বাড়ির হিস্যায়ে জায়েদাদ এখনো আদায় করো নি, তাই নিজের বাড়ির হিস্যায়ে জায়েদাদ আদায় করো। এরপর তৃতীয় ব্যক্তি তাকে সম্বোধন করে বলে, তোমার অ্যাকাউন্টে চার মিলিয়ন (ফ্রাঙ্ক সিফা) পড়ে রয়েছে, এর ওসিয়্যতের অংশও তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করো। এজন্য আহমদী হিসেবে আমার জন্য এখন এটি বৈধ নয় যে, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে দিকনির্দেশনা পাবার পর এই অর্থ অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যয় করব। আপনি এই অর্থ বিভিন্ন খাতের চাঁদা হিসেবে কেটে নিন।

অতএব এ ধরনের ঘটনাবলি দেখে কেবলমাত্র এ সকল লোকদেরই ঈমান দৃঢ় হয় না, বরং আমাদেরও– যারা কিনা পুরানো আহমদী– তাদেরও ঈমানে দৃঢ়তা লাভ হয়। আর আমাদেরও এটি চিন্তা করা উচিত, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা এ সকল লোকদের পথপ্রদর্শন করেন। বিরুদ্ধবাদীরা বলে, এগুলো মিথ্যা দাবি, মিথ্যা নবী, মিথ্যা অপপ্রচার, ব্যাবসা। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এভাবে যাদের পথপ্রদর্শন করেন আর দূরদূরান্তের অঞ্চলে বসবাসকারী সেসব লোক যারা কিছুকাল পূর্বে মাত্র বয়আত করেছে, ওসিয়্যতও করেছে; যারা হয়ত যুগ খলীফার সাথেও কখনো সাক্ষাৎ করে নি অথবা দেখে নি, কেবল এমটিএ-র মাধ্যমে দেখেছে; জামা'তের পুস্তকাবলিও হয়ত সব পড়ে নি, অধিকাংশেরই (সম্পূর্ণভাবে) পড়া থাকে না, কিন্তু প্রাথমিক বিষয়াবলি মোটামুটি পড়া থাকে; তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা তাদের ঈমানকে এমনভাবে দৃঢ় করতে থাকেন যে, যখন তারা কুরবানী করে তখন আল্লাহ্ তা'লা তাদের কুরবানী কবুল করেন, আর তাদেরকে পথপ্রদর্শনও করেন।

আরো অনেকগুলো ঘটনা রয়েছে যেগুলো আমি আপাতত বাদ দিচ্ছি। এটি লম্বা তালিকা। যা-ই হোক, এ বছর জামা'তের ওপর আল্লাহ্ তা'লার যে অনুগ্রহরাজি রয়েছে, জামা'তের সদস্যগণ যে কুরবানী করেছে এবং জামা'তগুলোর পক্ষ থেকে আগত কুরবানীর রিপোর্টসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করব। এগুলো সবই আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যা আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। আর এটিও স্মরণ রাখা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা নবাগতদের ও পুরাতনদের মাঝে কীভাবে তরবিয়তের দিক থেকে এমন উদ্দীপনা সৃষ্টি করছেন যার ফলে তারা কুরবানীর প্রতি মনোযোগী হচ্ছে। যাহোক, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রাপ্ত এ বছরের রিপোর্ট হলো; প্রথম কথা হলো তাহরীকে জাদীদের বিগত বছর যেটি ৯১তম বছর ছিল– সেটি শেষ হয়েছে, আর আজ থেকে ৯২তম বছর শুরু হচ্ছে যেটির আমি ঘোষণা করছি। এ বছর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'ত ১৯.৫৫ মিলিয়ন পাউন্ড (১ কোটি ৯৫ লক্ষ ৫০ হাজার

পাউন্ড বা তিনশ তেরো কোটি বিরানব্বই লক্ষ টাকা) কুরবানী করার সৌভাগ্য লাভ করেছে যা গত বছরের তুলনায় প্রায় দেড় মিলিয়ন বা পনেরো লক্ষ চৌষট্টি হাজার পাউন্ড বেশি।

সামগ্রিক আদায়ের দিক থেকে পাকিস্তান ছাড়া যে-সকল জামা'ত রয়েছে; [পাকিস্তানকে তো গণনা করা হয় না;] কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিশ্বের সব জামা'তের মাঝে এবার প্রথম স্থানে রয়েছে জার্মানি এবং দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য। যুক্তরাজ্য এ বছর অসাধারণ আদায় করেছে এবং জার্মানির একদম নিকটে পৌঁছে গেছে। আমার ধারণা, আগামী বছর যদি তারা এভাবেই উন্নতি করে তাহলে হয়ত প্রথম স্থান অধিকার করবে। একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রও অসাধারণ বৃদ্ধি করেছে। একইভাবে কানাডাও গত বছরের তুলনায় অসাধারণ উন্নতি করেছে। এরপর রয়েছে ভারত, তারাও গত বছরের তুলনায় যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছে। অস্ট্রেলিয়াও অসাধারণ উন্নতি করেছে, ইন্দোনেশিয়াও করেছে, একইভাবে মধ্যপ্রাচ্যের জামা'ত রয়েছে। এরপর রয়েছে ঘানা; ঘানাও এ বছর কুরবানীর ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি করেছে। আর উল্লেখযোগ্য উন্নতি করার ক্ষেত্রে মরিশাস এবং হল্যান্ডও অন্তর্ভুক্ত।

সামগ্রিক কার্যক্রমের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য জামা'তসমূহ, যারা কোনো পজিশন অর্জন না করলেও অনেক ভালো কাজ করেছে, সেগুলোর মাঝে রয়েছে বেলজিয়াম, সুইডেন, ফ্রান্স, আর হল্যান্ডের নাম আগেও এসেছে; কাবাবির, বাংলাদেশ, বুরকিনা ফাসো, নিউজিল্যান্ড; বুরকিনা ফাসোর পরিস্থিতি তো খুবই খারাপ; সিয়েরা লিওন, বেনিন, মালি; মালির পরিস্থিতিও খারাপ, প্রায়শই সেখানে সন্ত্রাসীদের হামলা হয়ে থাকে; নাইজার, তুরস্ক, জর্জিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের কিছু জামা'ত আর অস্ট্রেলিয়া।

আফ্রিকায় মোট আদায়ের দিক থেকে শীর্ষ পাঁচটি জামা'তের উল্লেখ করছি, সেগুলোর মধ্যে প্রথম স্থানে আছে ঘানা, তারপর মরিশাস, এরপর নাইজেরিয়া, তারপর বুরকিনা ফাসো এবং পঞ্চম স্থানে রয়েছে তানজানিয়া। এছাড়াও এমন আরো কিছু জামা'ত রয়েছে।

মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা সতেরো লাখ পর্যন্ত হয়েছে। আর এই বছরের রিপোর্ট অনুযায়ী ষষ্ঠ রেজিস্টার, যা দুই বছর আগে শুরু হবার ঘোষণা করা হয়েছিল, তাতে যারা নতুনভাবে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সংখ্যা হলো ৪৩ হাজার ৫৮৮জন। সকল **জামা'তকে এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে বলা হচ্ছে যে, তাহরীকে জাদীদে যারা নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন, তাদেরকে যেন ষষ্ঠ রেজিস্টারে গণনা করা হয় এবং এর রিপোর্ট যেন ওয়াকালত মাল-এ পাঠানো হয়**।

জার্মানির প্রথম দশটি জামা'ত হলোঃ রোডগাও (Rodgau), অসনাব্রুক (Osnabruck), পিনেবার্গ (Pinneberg), নিডা (Nidda), ফ্লোরেসহাইম (Florsheim), রোডেরমার্ক (Rodermark), ব্রেমেন, নিউ ভিড, ফ্রাইডবার্গ মিটে, কোবলেন্‌জ। আর দশটি (আঞ্চলিক) এমারত হলো যথাক্রমেঃ হামবুর্গ (Hamburg), ফ্রাঙ্কফুর্ট (Frankfurt), গ্রস-গেরাউ (Gross-Gerau), উইযবাদেন (Wiesbaden), রিডস্টাড্‌ট (Riedstadt), মানহাইম (Mannheim), ডিটসেনবাখ (Dietzenbach), মরফেল্ডেন ওয়াল্ডর্ফ (Morfelden Walldorf), রুসেলসহাইম এবং ডার্মস্টাড্‌ট (Darmstadt)।

যুক্তরাজ্যের প্রথম পাঁচটি অঞ্চল হলো: প্রথম স্থানে ইসলামাবাদ, তারপর বাইতুল ফুতুহ, এরপর মসজিদ ফযল, তারপর বাইতুল ইহসান, এরপর নর্থ ইস্ট। তাদের দশটি বড়ো জামা'ত হলো: প্রথম স্থানে ইসলামাবাদ, এরপর যথাক্রমে অ্যাশ (Ash), উস্টার পার্ক

(Worcester Park), সাউথ চিম (South Cheam), ওয়ালসল (Walsall), ফার্নহ্যাম নর্থ (Farnham North), অল্ডারশট সাউথ (Aldershot South), মসজিদ ফযল, ফার্নহ্যাম সাউথ, ইয়ুল (Ewell)। ছোটো জামা'তগুলোর মধ্যে যারা কাজ করছে তারা হলো লেমিংটন স্পা, স্পেন ভ্যালি, কিথলি, ব্রান্টউড এবং জামেয়া ইউকে।

আমেরিকার প্রথম দশটি জামা'ত হলো নর্থ ভার্জিনিয়া, মেরিল্যান্ড (Maryland), লস অ্যাঞ্জেলেস (Los Angeles), সিয়াটল (Seattle), শিকাগো (Chicago), ডালাস, সিলিকন ভ্যালি (Silicon Valley), নর্থ জার্সি, সাউথ ভার্জিনিয়া (South Virginia), সেন্ট্রাল জার্সি, বাল্টিমোর, ডেট্রয়েট (Detroit)।

আর কানাডার স্থানীয় জামা'ত গুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানে আছে ভন (Vaughan), এরপর যথাক্রমে ক্যালগেরি (Calgary), পিস ভিলেজ (Peace Village), ভ্যানকুভার (Vancouver), টরন্টো ওয়েস্ট, ব্রাম্পটন ইস্ট (Brampton East), মিসিসাগা। আর আদায়ের দিক থেকে কানাডার উল্লেখযোগ্য জামা'তগুলো হলো হ্যামিল্টন মাউন্টেন, হ্যামিল্টন, এডমিন্টন ওয়েস্ট, হাদীকায়ে আহমদ, অটোয়া ইস্ট, অটোয়া ওয়েস্ট, উইনিপেগ, রেজাইনা, ভড্রুয়েল, ইয়েলোনাইফ।

পাকিস্তানে সাধারণ আদায়ের দিক থেকে প্রথমে রয়েছে লাহোর, দ্বিতীয় স্থানে রাবওয়া, তৃতীয় স্থানে রয়েছে করাচি। জেলা পর্যায়ে প্রথম স্থানে রয়েছে ইসলামাবাদ, এরপর রয়েছে ফয়সালাবাদ, এরপর সিয়ালকোট, এরপর সারগোধা, উমরকোট, নারওয়াল, মিরপুর খাস, রাহীম ইয়ার খান, টুবাটেক সিংঘ, লাইয়া। কুরবানীর দিক থেকে অগ্রগামী পাকিস্তানের শহুরে জামা'তগুলোর মাঝে রয়েছে এমারত টাউনশিপ লাহোর, এমারত ডিফেন্স লাহোর, এমারত দারুয যিকর লাহোর, এমারত আল্লামা ইকবাল টাউন লাহোর, এমারত বাইতুল ফযল ফয়সালাবাদ, ভাওয়ালনগর, কোয়েটা, ভাওয়ারপুর, লোধরাঁ, সাহিওয়াল।

ভারতের প্রথম দশটি জামা'ত যেগুলো প্রাদেশিক হিসেবে সেগুলো হলো কেরালা, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, উড়িষ্যা, জম্মু-কাশ্মীর, কর্ণাটক, পাঞ্জাব, বাংলা, মহারাষ্ট্র এবং দিল্লী। কুরবানীর দিক থেকে যে দশটি জামা'ত শীর্ষে রয়েছে তার মধ্যে প্রথমে রয়েছে হায়দ্রাবাদ, কোয়েম্বেটুর, তামিলনাড়ু, এরপর কাদিয়ান, কালিকট, মেলাপালায়াম, মাঞ্জেরি, কেরালা, ব্যাঙ্গালুরু, কেরেং, কোলকাতা, কেরোলাই।

অস্ট্রেলিয়ার দশটির জামা'তের মাঝে প্রথম হলো মেলবোর্ন লং ওয়ারেন, এরপর যথাক্রমে মেলবোর্ন বেরউইক, মার্সডেন পার্ক, পেনরিথ, মেলবোর্ন ওয়েস্ট, ক্যাসেল হিল, এডেলেইড ওয়েস্ট, মেলবোর্ন ক্লাইড, পার্থ, মেলবোর্ন ইস্ট।

যেভাবে আমি বলেছি, তাহরীকে জাদীদের ৯২তম বছর আরম্ভ হয়েছে। দফতর আউয়াল (প্রথম রেজিস্টার)-এর ৯২তম বছর হবে, এটির যে পুরোনো রেজিস্টার রয়েছে সেটি চলমান রয়েছে। দফতর দওমের (দ্বিতীয় রেজিস্টার) ৮২তম বছর, দফতর সওমের (তৃতীয় রেজিস্টার) ৬১তম বছর এবং দফতর চাহারমের (চতুর্থ রেজিস্টার) ৪১তম বছর, দফতর পাঞ্জামের (পঞ্চম রেজিস্টার) ২২তম বছর এবং দফতর শিশমের (ষষ্ঠ রেজিস্টার) ৩য় বছর আরম্ভ হবে এখন। আমি যেমনটি পূর্বেই বলেছি, নতুন যোগদানকারীগণ দফতর শিশমে অন্তর্ভুক্ত হবেন।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমার প্রিয় বন্ধুগণ! আমি আপনাদেরকে নিশ্চিত করছি, আপনাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা

আমার হৃদয়ে সত্যিকার স্পৃহা দান করেছেন। আর আপনাদের ঈমান ও ইরফান বৃদ্ধির জন্য সত্যিকার প্রজ্ঞা ও গূঢ়তত্ত্ব দান করা হয়েছে। এই গূঢ়তত্ত্ব আপনাদের ও পরবর্তী প্রজন্মের অত্যন্ত প্রয়োজন। এ কারণেই আমি এখানে প্রস্তুত হয়ে আপনাদের সামনে দণ্ডায়মান যেন আপনারা নিজেদের পবিত্র সম্পদ, অর্থাৎ সৎ পথে অর্জিত সম্পদ থেকে নিজেদের ধর্মীয় চাহিদা পূরণার্থে সাহায্য প্রদান করেন, আর আল্লাহ্ তা'লা যতটুকু শক্তি ও সামর্থ্য এবং স্বচ্ছলতা দিয়েছেন, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন সে অনুযায়ী প্রদান করেন এবং এ থেকে যেন পিছপা না হন। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল থেকে নিজ ধনসম্পদকে অগ্রগণ্য করবেন না। আর যতটুকু আমার সাধ্যে কুলায়, আমার লেখার মাধ্যমে এই জ্ঞান ও কল্যাণরাজি এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দেবো, যা আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র সত্তা আমাকে দান করেছেন।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দায়িত্বে যে মিশন অর্পণ করেছেন, এখন আমাদের দায়িত্ব হলো এই মিশনকে পূর্ণতা দান করা। এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, আরব রাষ্ট্রসমূহ, দক্ষিণ আমেরিকা এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহ– প্রতিটি স্থানে এই আর্থিক কুরবানী করার কারণে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ইসলামের বাণীকে পৌঁছে দেবার সুযোগ করে দিচ্ছেন। আর শুধুমাত্র এখানে ইউরোপের বাসিন্দারাই যে আর্থিক কুরবানীতে অংশ নিচ্ছেন তা-ই নয়, বরং আমি যেভাবে উদাহরণ দিয়েছি, সেখানকার লোকেরাও বেশ অগ্রগামী হয়ে আর্থিক কুরবানীতে অংশগ্রহণ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের কুরবানী গ্রহণ করুন আর তাদের ধনসম্পদ ও জনসম্পদে সমৃদ্ধি দান করুন এবং আমাদের এসব চেষ্টাপ্রচেষ্টাকে অফুরন্ত কল্যাণে ভূষিত করুন, আর এগুলোর সর্বোত্তম পরিণতি সৃষ্টি করুন। আর আমরা যেন অচিরেই ভূপৃষ্ঠে এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে দেখতে পারি এবং মহানবী (সা.)-এর পতাকা যেন সগৌরবে উড্ডীন দেখতে পাই।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)